ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

২য় পরিষদের ১৮তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ।। ২৭ নভেম্বর ২০২২
সময়	: সকাল ১১.৩০ ঘটিকায়
স্থান	: হল রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

১.১ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১৩ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ ইসমাইল মোল্লা। অতপর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে জনবান্ধব সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ মাঠ পর্যায়ে ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপি প্রশংসিত হচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মাননীয় মেয়র ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার মাধ্যমে ডিএনসিসি তথা বাংলাদেশের নাম সারা বিশ্বে উজ্জ্বল করেছেন।

১.৩ এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা নিম্নরূপ:

আলোচ্যসূচি-১	:	**বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।**
আলোচনা	:	বিগত ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৭ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। আলোচ্যসূচি ৫ এর সিদ্ধান্ত আংশিক সংশোধনকরতঃ পশু হাসপাতাল শব্দের পরিবর্তে **"এনিম্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার"** নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়ন: প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ২য় পরিষদের ১৭ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ১৭ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**২য় পরিষদের ১৭ তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।**
আলোচনা	:	বিগত ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৭ তম কর্পোরেশন সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৭ তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অফিস আদেশ নং-৪৬.২০৭.০৭.০৯.২৬.৬৮৬.২০০৪.১৭, তারিখ: ০৯/০১/২০২২ ইং মোতাবেক বনানী সুপার মার্কেট কাম হাউজিং কমপ্লেক্স এর উপরিস্থিত তলাসমূহ নির্মাণ কাজের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বনানী সুপার মার্কেট কাম হাউজিং কমপ্লেক্সের উপরিস্থিত তলাসমূহ উদ্যোগী সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ভবনের ডিএনসিসি'র শেয়ার এর বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮/০৩/২০১৪ইং তারিখের ২৭৮নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক বিরোধ মীমাংসার বিষয়ে গত ২৮/১২/২০২১ইং তারিখে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৩/০১/২০২২ইং তারিখের মধ্যে নেগোশিয়েশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অফিস আদেশ স্মারক নং ৪৬.২০৭.০৭.০৯.২৬.৬৮৬.২০০৪.১৭ তারিখঃ ০৯/০১/২০২২ইং মারফত একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির সভা গত ১২/০১/২০২২ইং তারিখ, ১৩/০১/২০২২ইং তারিখ, ২৪/০৪/২০২২ইং তারিখ এবং সর্বশেষ সভা গত ১০/১১/২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিটির সকল সদস্যের অংশগ্রহণে আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, উদ্যোগী সংস্থার অর্থায়নে বনানী সুপার মার্কেট কাম হাউজিং কমপ্লেক্স নির্মাণের নিমিত্তে গত ১৮/০৫/২০০৪ইং তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের আলোকে দরপত্র আহ্বান করা হয়। উক্ত আহ্বানকৃত দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করতঃ গত ০৭/০৫/২০০৬ইং তারিখে ১৩ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন মোতাবেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে গত ০৪/০১/২০১০ইং তারিখে ১৪ তলা ভবন নির্মাণের বিষয়ে উদ্যোগী সংস্থার সাথে সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সর্বশেষ চুক্তি মোতাবেক ডিএনসিসি এবং উদ্যোগী সংস্থার শেয়ারের অনুপাত ৩০%:৭০%। পরবর্তীতে উদ্যোগী সংস্থা কর্তৃক ১৪ তলার পরিবর্তে ২৮ তলা পর্যন্ত ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নানানজটিলতার কারণে দীর্ঘদিন যাবত আলোচ্য ভবনটির বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। গত ১২/০৯/২০২২ইং তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে উদ্যোগী সংস্থা কর্তৃক একটি প্রস্তাবনা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট দাখিল করা হয়। উক্ত দাখিলকৃত প্রস্তাবনার আলোকে আলোচ্য ভবনটির বিষয়ে নিগোসিয়েশন করার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন মর্মে কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেনঃ ক. আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং অডিট আপত্তি পর্যবেক্ষণ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; খ. নির্মিত ভবনটি কারিগরি বিবেচনায় নিরাপদ ও সঠিক কারিগরি অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে

		কিনা এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; গ. ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় সকল সংস্থার ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে; ঘ. একটি সংশোধিত চুক্তিনামা প্রণয়ন করে সার্বিক বিষয়াদি স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করে সরকারের মতামত/অনুমোদন গ্রহণ করে একটি সংশোধিত চুক্তিনামা সম্পাদন করা; • **কমিটির মতামত / সুপারিশঃ** ক. নেগোসিয়েশনের জন্য ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবটি কর্পোরেশনের সভায় উত্থাপন করা যেতে পারে। খ. সাধারন সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে। গ. স্থানীয় সরকার বিভাগের মতামত/নির্দেশনার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, গঠিত কমিটির সুপারিশ নং ক এর আলোকে নেগোসিয়েশনের জন্য কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনটি অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো। অনুমোদিত হলে পরবর্তীতে আলোচ্য প্রতিবেদনটি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হবে। উপস্থিত সকলে প্রতিবেদনটি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	বনানী সুপার মার্কেট কাম হাউজিং কমপ্লেক্স এর উপরিস্থিত তলাসমূহ নির্মাণ কাজের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনটি স্থানীয় সরকার বিভগে প্রেরণ জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় গণপরিসরে স্ট্রিট ভেন্ডর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, মাননীয় মেয়রের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্র্যাকের একটি টিম ডিএনসিসি'র উত্তরা এবং মিরপুরের ০২ (দুই)টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বর্তমান হকারদের অবস্থা বিষয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় দেখা যায়, প্রধান সড়কের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে হকারদের দখলে থাকায় পথচারীদের পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যে হাটার স্থান থাকে এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে ব্যাপক যানজট তৈরি হচ্ছে। নিয়মিত উচ্ছেদ হলেও ফুটপাত আবার বিভিন্নভাবে হকারদের দখলে চলে যায় এবং এসকল জায়গায় দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের হকার দেখা যায়। সাধারণত বিকেল হতে রাত পর্যন্ত হকারদের পন্য বিক্রয়ের কার্যক্রম থাকলেও সারাদিনব্যাপী তারা ঐ স্থান দখলে রাখে। কিন্তু এ সকল হকারদের কোন ডাটাবেজ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা নেই। উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করা হয়। যেমন: মাল্টি স্টেকহোল্ডারের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা মডেল, ইনোভেটিভ টেকনোলজিক্যাল সলিউশন, ডিজাইন সলিউশন, পাবলিক হেলথ ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি এবং গণপরিসরে হকার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পাইলটিং করার প্রস্তাব করা হয়।

		উক্ত গবেষণা অনুযায়ী গণপরিসরে হকার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্র্যাকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের অনুমোদনের জন্য সভায় করেন। উপস্থিত সকলে বিষয়টি নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভার মাধ্যমে যাচাই বাছাই পূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় গণপরিসরে স্ট্রিট ভেন্ডর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভার মাধ্যমে যাচাই বাছাই পূর্বক পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শক্তি ফাউন্ডেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের পরিবেশ, জলবায়ু এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষা, শহরাঞ্চলে বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি গাছপালাসহ মানুষ প্রাণীর জীবনও ধ্বংস হচ্ছে। তাই শক্তি ফাউন্ডেশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে "বৃক্ষরোপণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ, শহরে মানুষের মানসিক প্রশান্তির জন্য পার্ক তৈরি, বনায়নের ও খেলার মাঠ তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ কার্যক্রমে ডিএনসিসি'র কোন আর্থিক সংশ্লেষ নেই। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ডিএনসিসি ও শক্তি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলে বিষয়টি নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভার মাধ্যমে যাচাই বাছাই পূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শক্তি ফাউন্ডেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভার মাধ্যমে যাচাই বাছাই পূর্বক পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট "প্রত্যয়ন" সিস্টেমটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে একযোগে বাস্তবায়নের অনুমোদন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	সিস্টেম এনালিস্ট সভাকে জানান যে, ২য় পরিষদের ১৬তম কর্পোরেশন সভায় অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট প্রত্যয়ন সিস্টেমটি ডিএনসিসি'র সকল ওয়ার্ডে একযোগে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদ্ধতিটি যাচাই বাছাই করে সুপারিশসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য "বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি" পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২২/০৯/২০২২ এবং ২৪/১১/২০২২ তারিখে "বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি" এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করেছে: "কাউন্সিলর সার্টিফিকেট "প্রত্যয়ন" সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইনের চালু করার জন্য ৫৪টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগসহ ০১ সেট কম্পিউটার, মনিটর, ইউপিএস, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ওয়েবক্যাম সরবরাহ এবং একজন দক্ষ কম্পিউটার কর্মী পদায়নের সুপারিশ করা হয়।

		এছাড়া প্রতিমাসে ইন্টারনেট বিল পরিশোধের নিমিত্ত মাসিক ২৫০০/- টাকা করে প্রদানের জন্য পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"। তিনি বলেন, "বাজার মূল্য পর্যবেক্ষন, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি" এর সুপারিশ অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো। জনাব সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২, ডিএনসিসি'র বিভিন্ন স্থানে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখার জন্য জায়ান্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করার জন্য সভার সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, তার ওয়ার্ডে স্থাপিত স্ক্রিনে তিনি ডিএনসিসি কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন জনসচেতনামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকেন। তিনি আরও বলেন, অনলাইনে কাউন্সিলর সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার সরবরাহ করতে হবে। কমিটির প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে বিষয়টি খুব সহজেই চালু করা হবে। এছাড়াও দক্ষ কম্পিউটার কর্মীর নিয়োগের বিষয়টি সম্মানিত কাউন্সিলরদের মাধ্যেমে করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি, "বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি" কে বর্ণিত বিষয়ে সভা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশে অনলাইনের মাধ্যমে সকল সনদ প্রদানের জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। কাউন্সিলর সার্টিফিকেট অনলাইনে প্রদানের জন্য এটুআই কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে। অতপর তিনি "বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি" সুপারিশের ভিত্তিতে অনলাইনে কাউন্সিলর সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পত্র প্রেরণের প্রস্তাব করেন।
সিদ্ধান্ত	:	অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট "প্রত্যয়ন" সিস্টেমটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে একযোগে বাস্তবায়নের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	:	**১৪নং ওয়ার্ডের পশ্চিম শেওড়াপাড়া এলাকায় গোরস্থান নির্মাণে ০৬ (ছয়) কাঠা জমি ক্রয়ের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে অনুদান/সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, জনাব মোঃ হুমায়ুন রশিদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪ এর আবেদনটি গত ২২/০৯/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। বর্ণিত সভায় নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয়েছে: • পশ্চিম শেওড়াপাড়া, মিরপুর এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ২ (দুই) কাঠা কবরস্থানের পাশের ১১ (এগারো) কাঠা সম্পত্তির ৬ (ছয়) কাঠা উক্ত ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ হুমায়ুন রশীদ এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাজার দর যাচাই বাচাই করে উপর্যুক্ত দাম নির্ধারণ পূর্বক স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর বিধি ৮০(২) এর (গ) অনুসারে ঢাকা উত্তর কর্পোরেশনের নামে ক্রয় করা যেতে পারে। • জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এ ধরনের ক্রয় উপযোগী সম্পত্তি অন্য কোন ওয়ার্ডে পাওয়া গেলে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর বিধি ৮০(২) এর (গ) মোতাবেক ডিএনসিসি'র নামে ক্রয় করা যেতে পারে।

		তিনি বলেন, অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশ কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত	:	ক) পশ্চিম শেওড়াপাড়া, মিরপুর এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ২ (দুই) কাঠা কবরস্থানের পাশের ১১ (এগারো) কাঠা সম্পত্তির ৬ (ছয়) কাঠা উক্ত ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ হুমায়ুন রশীদ এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাজার দর যাচাই বাচাই করে উপর্যুক্ত দাম নির্ধারণ পূর্বক স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর বিধি ৮০(২) এর (গ) অনুসারে ঢাকা উত্তর কর্পোরেশনের নামে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এ ধরনের ক্রয় উপযোগী সম্পত্তি অন্য কোন ওয়ার্ডে পাওয়া গেলে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর বিধি ৮০(২) এর (গ) মোতাবেক ডিএনসিসির নামে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৮	**:**	**এডিস মশা ও কিউলেক্স মশা ধ্বংসের জন্য ময়লা ও জলাশয় পরিষ্কারে হটস্পট চিহ্নিত করার নিমিত্তে এলাকভিত্তিক ম্যাপিং সম্পন্ন করে ক্রাশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, আসন্ন শীত মৌসুমে কিউলেক্স মশা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারাবছরই ঢাকা শহরে মশার প্রকোপ থাকে। সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড ভিত্তিক মশক নিধনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রতি ওয়ার্ডকে ৬টি গ্রিডে ভাগ করে কাজ করা হচ্ছে। ৩ দিন পর পর প্রতি গ্রিডে লার্বিসাইডিং এবং ফগিং করা হচ্ছে। হ্যান্ড মাইক এবং মাইকিং এর মাধ্যমে রেকর্ডকৃত মেসেজের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রত্যেক বাড়িতে পানির মিটারের ভিতের নোবালিউরন প্রয়োগ করা হচ্ছে। মশক নিধনে ব্যাপক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খাল, জলাশয়ে কালো তেল ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কচুরিপানা পরিষ্কার করা হচ্ছে। প্রত্যেক এলাকায় ম্যাপিং করে হটস্পট নির্ধারণ করে মশক নিধনের কাজ চলছে। তিনি বলেন, দেশের স্বনামধন্য কীটতত্ত্ববীদকে মাননীয় মেয়র উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেছেন। মাননীয় মেয়র উপদেষ্টার দিক নির্দেশনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে স্বল্প মূল্যে মশার ট্র্যাপ তৈরি করা হবে এবং প্রত্যেক এলাকায় সরবরাহ করা হবে। তিনি মশক নিধন কার্যক্রমে সম্মানিত কাউন্সিলরগণ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছেন উল্লেখ করে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে ০১(এক)টি করে ফগার ও হ্যান্ড স্প্রে মেশিন, ০১ (এক) জন করে মশক কর্মী এবং মাসিক ভিত্তিক কীটনাশক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তিনি মশক নিধন কাজে হাউজিং সোসাইটি কর্তৃপক্ষকে মেশিন ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরদের অনুরোধ জানান। মেশিন ক্রয়ের পর সম্মানিত কাউন্সিলরগণের প্যাডে কীটনাশকের চাহিদা প্রদান করা হলে হাউজিং সোসাইটিকে কর্পোরেশন কর্তৃক কীটনাশক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। জনাব শামীম হাসান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৬ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেও মশা নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছেনা। পত্রিকা/টেলিভিশনে প্রতিনিয়ত মশা বৃদ্ধির প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে। কাউন্সিলরদের উৎসাহিত করতে কর্পোরেশন কর্তৃক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। কাউন্সিলরা মাঠে কাজ করে। তিনি কর্পোরেশনের সকল কাজে কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করার অনুরোধ জানান।
সিদ্ধান্ত	:	ক) আঞ্চলিক কার্যালয়ে সম্মানিত কাউন্সিলরদের নিয়ে সভা করে মশক নিধন কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

		খ) আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক সভা সম্পন্ন করে কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৯ (ক)	:	**(ক) মিরপুর-১৩ নং সেকশনস্থ হারম্যান মেইনার কলেজের সম্মুখ থেকে সি ব্লকের ১নং রোড হয়ে পূর্ব বাইশটেকী ইমান নগর পর্যন্ত সড়কটি "দীন মোহাম্মদ মোল্লা সড়ক" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, হাজী দীন মোহাম্মদ মোল্লা ছিলেন বৃহত্তর মিরপুরের কিংবদন্তী রাজনীতিবিদ, দানবীর ও সমাজসেবক। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অনবদ্য অবদান ছিলেন। তিনি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ উপকমিটির সভায় "মিরপুর-১৩ নং সেকশনস্থ হারম্যান মেইনার কলেজের সম্মুখ থেকে সি ব্লকের ১নং রোড হয়ে পূর্ব বাইশটেকী ইমান নগর পর্যন্ত" সড়কটি "দীন মোহাম্মদ মোল্লা সড়ক" নামে নামকরণের সুপারিশসহ কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ উপকমিটির সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে মিরপুর-১৩ নং সেকশনস্থ হারম্যান মেইনার কলেজের সম্মুখ থেকে সি ব্লকের ১নং রোড হয়ে পূর্ব বাইশটেকী ইমান নগর পর্যন্ত" সড়কটি "দীন মোহাম্মদ মোল্লা সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করেন।
সিদ্ধান্ত	:	মিরপুর-১৩ নং সেকশনস্থ হারম্যান মেইনার কলেজের সম্মুখ থেকে সি ব্লকের ১নং রোড হয়ে পূর্ব বাইশটেকী ইমান নগর পর্যন্ত সড়কটি "দীন মোহাম্মদ মোল্লা সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়টি অনুমোদনের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৯ (খ)	:	**মিরপুর ১৪ নং সেকশনের ১নং বিল্ডিং হতে ২১ নং বিল্ডিং পর্যন্ত সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ সড়ক" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আজিজ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সেনাবাহিনীর তৎকালীন নায়েক হিসেবে যুদ্ধকালীন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন এবং পাক বাহিনী কর্তৃক ধৃত হয়ে গুরুতর আহত হন। তিনি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ উপকমিটির সভায় মিরপুর ১৪ নং সেকশনের ১নং বিল্ডিং হতে ২১ নং বিল্ডিং পর্যন্ত সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ সড়ক" নামে নামকরণের সুপারিশসহ কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ উপকমিটির সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে মিরপুর ১৪ নং সেকশনের ১নং বিল্ডিং হতে ২১ নং বিল্ডিং পর্যন্ত সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করেন।
সিদ্ধান্ত	:	মিরপুর ১৪ নং সেকশনের ১নং বিল্ডিং হতে ২১ নং বিল্ডিং পর্যন্ত সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়টি অনুমোদনের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৯ (গ)	:	**প্রশিকা ভবন থেকে পশ্চিম দিকে, কমার্স কলেজ থেকে পূর্ব দিকে হাজী রোডের মাঝখান থেকে শিয়ালবাড়ী মোড় থেকে দুয়ারীপাড়া পর্যন্ত ৬০ ফুট মেইন সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আমির হোসেন মোল্লাহ সড়ক" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**

আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে আলহাজ আমির হোসেন মোল্লাহ ভারতের আসাম লায়লাপুর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মিরপুরে পাক হানাদার ও অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গুরুতর আহত হন। বর্তমানে তিনি পঙ্গুত্ব বরণ করে জীবন যাপন করছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ উপকমিটির সভায় প্রশিকা ভবন থেকে পশ্চিম দিকে, কমার্স কলেজ থেকে পূর্ব দিকে হাজী রোডের মাঝখান থেকে শিয়ালবাড়ী মোড় থেকে দুয়ারীপাড়া পর্যন্ত ৬০ ফুট মেইন সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আমির হোসেন মোল্লাহ সড়ক" নামে নামকরণের সুপারিশসহ কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ উপকমিটির সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রশিকা ভবন থেকে পশ্চিম দিকে, কমার্স কলেজ থেকে পূর্ব দিকে হাজী রোডের মাঝখান থেকে শিয়ালবাড়ী মোড় থেকে দুয়ারীপাড়া পর্যন্ত ৬০ ফুট মেইন সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আমির হোসেন মোল্লাহ সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করেন।
সিদ্ধান্ত	:	প্রশিকা ভবন থেকে পশ্চিম দিকে, কমার্স কলেজ থেকে পূর্ব দিকে হাজী রোডের মাঝখান থেকে শিয়ালবাড়ী মোড় থেকে দুয়ারীপাড়া পর্যন্ত ৬০ ফুট মেইন সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আমির হোসেন মোল্লাহ সড়ক" নামে নামকরনের বিষয়টি অনুমোদনের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ:

২.০ বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জনাব কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৩, তাঁর ওয়ার্ডের জনগণের পক্ষ থেকে সভার সভাপতিকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মাননীয় মেয়র ৩নং ওয়ার্ডের ৩ লক্ষ জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। প্যারিস রোডে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে ৩২ টি প্লটের বরাদ্দ দিয়েছিলো। জায়গাটি মাস্টারপ্ল্যান ও ড্যাপের নকশায় উন্মুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা। মাঠটি নগর পিতা দায়িত্ব নিয়ে এককভাবে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করেছেন। ০৩ নং ওয়ার্ডবাসীর জন্য অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে প্রদানকৃত মাঠটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে মাননীয় মেয়রের নেতৃত্বে অবৈধভাবে দখল হয়ে যাওয়া মাঠ উদ্ধার করা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জানান।

জনাব আসিফ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৩৩ বলেন, গাবতলী বেরিবাধের রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে দখল হয়ে আছে। রাস্তায় সংস্কারের অভাবে প্রচুর ধুলাবালি উড়ে। তিনি সভাকে জানান যে, রাস্তা সংলগ্ন বড় বড় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা রাস্তার নাজুক অবস্থার জন্য প্রতিনিয়ত অভিযোগ করে যাচ্ছে। তিনি রাস্তাটি অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং সংস্কারের অনুরোধ করেন।

সভাপতি, সম্পত্তি বিভাগকে আগামী কর্পোরেশন সভার আগে গাবতলী বেরিবাধ সংলগ্ন রাস্তাটি উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন ডিএনসিসির'র আওতাধীন বড় বড় রাস্তার পাশে পরিকল্পনামাফিক বৃক্ষ রোপণ করা হবে। এতে করে অবৈধ দখল অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

অতপর তিনি কারওয়ান বাজার স্থানান্তরের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। কারওয়ান স্থানান্তরের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠনের প্রস্তাবনা প্রদান করেন:

১.	সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৬, ডিএনসিসি	-	সভাপতি
২.	সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১০, ডিএনসিসি	-	সহসভাপতি

৩.	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	-	সদস্য
৪.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টিইসি), ডিএনসিসি	-	সদস্য
৫.	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	-	সদস্য
৬.	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিএনসিসি	-	সদস্য
৭.	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫, ডিএনসিসি	-	সদস্য সচিব

জনাব আব্দুল্লাহ আল মঞ্জুর, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫ তার ওয়ার্ডে সড়ক বাতি প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সড়কবাতিগুলোর ৩০% অকেজো হয়ে গেছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০২ বলেন, তার ওয়ার্ডে মেথর প্যাসেজ পরিষ্কার করে ময়লার স্তুপ করে রাখা হয়েছে। ময়লাবাহী ট্রাকের অভাবে ময়লাগুলো অপসারণ করা যাচ্ছে না। এছাড়াও ভেকু না থাকার কারণে ময়লাগুলো ট্রাকে তুলতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। তিনি ময়লাগুলো দ্রুত অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

সভাপতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

জনাব শেখ মোহাম্মদ হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৪ বলেন, ডিএনসিসি'র আওতাধীন রায়ের বাজার ২০০৬ সালে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ব্যবসায়ীরা মহামান্য আদালতে মামলা দায়েরের পর ২০১৯ সালে পুণরায় পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। বাজারটি খুবই ঝুকিপূর্ণ, যেকোন সময় বড় ধরনের দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। ২.৫৮ একরের বাজারটি নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

এছাড়াও তিনি বলেন, রায়ের বাজার কমিউনিটি সেন্টারটি বিগত ০৭ বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু করার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সেন্টারটি খুবই ছোট হিসেবে এর হল ভাড়া অনেক বেশি। তার এলাকায় নিম্নমধ্যবিত্ত লোকজন বেশি বসবাস করেন। কমিউনিটি সেন্টারটি জনগণের অনেক উপকারে আসবে। তিনি কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া পুনবিবের্চনা করার অনুরোধ করেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, ডিএনসিসি'র বিভিন্ন স্থাপনার ভাড়া সমন্বয় করার জন্য একটি কমিটি রয়েছে। তিনি ভাড়া সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে রায়ের বাজার কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করেন।

সভাপতি সম্মানিত কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন, পরিত্যক্ত ঘোষিত মার্কেটের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার থেকে পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে মার্কেট। দ্রুততম সময়ের মধ্যে মার্কেটগুলো খালি করতে হবে। ঝুকিপূর্ণ বাজারগুলোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার।

তিনি বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি এবং অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিত্যক্ত ঘোষিত মার্কেটের বিষয়ে যৌথ সভা করার অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, পরিত্যক্ত ঘোষিত ঝুকিপূর্ণ বাজারগুলোর ব্যবসায়ীদের স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের বিষয়ে আলোচনা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি এবং অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিকে অনুরোধ করেন। এছাড়াও দীর্ঘদিন যাবৎ পরিত্যক্ত ঘোষিত মার্কেটসমূহে ব্যবসা চলমান রাখা ব্যবসায়ীদের থেকে সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

তিনি আরও বলেন, সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত হওয়ার পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার সার্কেল বিলুপ্ত করা হয়। বাজার সার্কেল না থাকায় ডিএনসিসি'র মার্কেটগুলো মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছেনা। অনতিবিলম্বে বাজার সার্কেল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে মর্মে সভাকে জানান।

জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪ প্রধান প্রকৌশলীকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মার্কেটগুলো সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ আনিসুর রহমান নাঈম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৯ বক্তব্যের শুরুতে সভাপতির উদ্দেশ্যে বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জনগণের সকল প্রত্যাশা আপনার উপর। ৪৯ ওয়ার্ডবাসীর পক্ষ থেকে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানান। তার ওয়ার্ডের রাস্তা প্রশস্তকরণের জন্য ভেঙ্গে ফেলা বাড়িঘরের জন্য অনুদান প্রদানের প্রস্তাব করেন। এছাড়াও তার ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যকরি ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

২.১ সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত বিবিধ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	গাবতলী বেরিবাধের রাস্তাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে অবৈধ দখল উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সম্পত্তি বিভাগ
২.	ওয়ার্ড নং-০২ এর মেথর প্যাসেজ/সার্ভিস প্যাসেজ পরিষ্কারের পর স্তুপ করে রাখা আবর্জনা আগামী ০৭ দিনের মধ্যে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
৩.	রায়ের বাজার কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া বিষয়টি ভাড়া সমন্বয় কমিটির সভায় পুনর্বিবেচনা করতে হবে।	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা
৪.	ডিএনসিসি'আর আওতাধীন পরিত্যক্ত ঘোষিত ঝুকিপূর্ণ মার্কেটগুলোর বিষয়ে বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি এবং অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি যৌথ সভা করে সুপারিশ প্রদান করবে।	সভাপতি, সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
৫.	ডিএনসিসি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে বাজার সার্কেল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে।	সচিব · প্রধান প্রকৌশলী

৬. কারওয়ান বাজার স্থানান্তরের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হবে:

১.	সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৬, ডিএনসিসি	-	সভাপতি
২.	সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১০, ডিএনসিসি	-	সহসভাপতি
৩.	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	-	সদস্য
৪.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টিইসি), ডিএনসিসি	-	সদস্য
৫.	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	-	সদস্য
৬.	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিএনসিসি	-	সদস্য
৭.	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫, ডিএনসিসি	-	সদস্য সচিব

বাস্তবায়ন: সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

৩.০ এ পর্যায়ে প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সরাসরি খাস আদায়ের মাধ্যমে হাট পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া খিলক্ষেত খাঁপাড়ার উত্তর পার্শ্বে জামালপুর প্রপার্টিজ এর খালি জায়গায় অস্থায়ী পশুর হাটের আয়-ব্যয় ও অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন-

ক্রঃ নং	**বিস্তারিত তথ্য**		**টাকার পরিমাণ**
০১.	এই হাট হতে মোট খাস আদায় হয়েছে		২৭,১৮,৫৬০.০০
০২.	হাট ব্যবস্থাপনায় মোট খরচ হয়েছে-		(-) ২,১৬,৫৬০.০০
০৩.	হাট ব্যবস্থাপনার খরচ ব্যতিত অবশিষ্ট অর্থ-	**(১-২)**	**২৫,০২,০০০.০০**

০৪.	অবশিষ্ট ২৫,০২,০০০/- টাকার উপর মূসক ১৫% বাবদ সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করা হয়েছে।	৩,৭৫,৩০০.০০
০৫.	অবশিষ্ট ২৫,০২,০০০/- টাকার উপর আয়কর ০৫% বাবদ সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করা হয়েছে।	২,৫০,২০০.০০
০৬.	সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের মোট পরিমাণ (৪+৫)	**৬,২৫,৫০০.০০**
০৭.	সকল খরচ বাদে ০৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ কর্পোরেশন তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে- (৩-৬)	**১৮,৭৬,৫০০.০০**

ব্যায়ের খাত সমূহঃ বাঁশ, লাইটিং, ডেকোরেটর, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, বিট খরচ, মাইক, স্বেচ্ছাসেবক, সিসি ক্যামেরা, টয়লেট, টিউবওয়েল, ব্যানার, ফেস্টুন, খাস আদয় বহি, প্রচার ও অন্যান্য।

এছাড়াও তিনি সভাকে জানান যে, উক্ত হাটে গরু ও ছাগলসহ কম/বেশি মোট ৮৩৩ (আটশত তেত্রিশ) টি পশু বিক্রয় হয়েছে।

তিনি বলেন, খিলক্ষেত খাঁপাড়ার উত্তর পার্শ্বে জামালপুর প্রপার্টিজ এর খালি জায়গায় অস্থায়ী পশুর হাটের আয়-ব্যয়ের হিসাব সদয় অবগতি ও আয়-ব্যয়ের বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ সিদ্ধান্ত: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সরাসরি খাস আদায়ের মাধ্যমে হাট পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া খিলক্ষেত খাঁপাড়ার উত্তর পার্শ্বে জামালপুর প্রপার্টিজ এর খালি জায়গায় অস্থায়ী পশুর হাটের আয়-ব্যয়ের বিষয়টি ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০- 926 তারিখ: ১২/১২/2022

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ..../সংরক্ষিত আসন নং ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়েরসদয়অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা .... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

১৯/১২/২০২২

মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্মসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।